গঠণতন্ত্র

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি

(বাপসা)

প্রথম প্রকাশকাল ঃ ১লা জানুয়ারী ১৯৯১ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ৪ঠা জুন, ১৯৯৭ইং
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১লা এপ্রিল ২০১০ইং

সম্পাদনায় ঃ এইচ. এম. রেজাউল করিম (তুহিন), মুন্সীগঞ্জ।

সম্পাদকীয় সহযোগী ঃ

* মোঃ দেলওয়ার হোসেন **নারায়ণগঞ্জ।**
* এস. এম. ছুরত আলম **কক্সবাজার।**

সংবিধান রচনা উপ-কমিটির সদস্যদের নাম

ক্রমিক	নাম	জেলা	পদবী
১.	মরহুম মোঃ আঃ আউয়াল ভূঞা	নরসিংদী	আহ্বায়ক
২.	স্বর্গীয় শ্রী রসিক লাল দাস	ফেনী	সদস্য
৩.	মোঃ আফাজউদ্দিন	সিরাজগঞ্জ	সদস্য
৪.	মরহুম মোঃ আসাদুজ্জামান	ঝিনাইদহ	সদস্য
৫.	ডাঃ মোঃ কেরামত আলী	নড়াইল	সদস্য
৬.	মোঃ আঃ লতিফ	সিলেট	সদস্য
৭.	এইচ.এম. রেজাউল করিম (তুহিন)	মুন্সীগঞ্জ	সদস্য

প্রকাশনায় ঃ বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি (বাপসা)
১২৫/১২৬ নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সহযোগিতায় ঃ গোলাম রসুল সাবেক সভাপতি, বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটি
ইউসুফ ভূঞা সাধারণ সম্পাদক, বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটি

অত্র গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখ ঃ ৩১-১২-১৯৯০ইং।

মূদ্রণে ঃ শুভঙ্কর দেবনাথ
অ্যাডভান্স কম্পিউটার্স
৩ কালেক্টরেট মসজিদ মার্কেট, নতুন কোর্ট, মুন্সীগঞ্জ।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা সম্পর্কে

সভাপতির মুখবন্ধ

দাগেস্তানের বিখ্যাত লেখক রসুল গামজাতভকে তাঁর বাবা প্রশ্ন করেছিলেন, বলতো দেখি রসুল সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে দূরত্ব কতটুকু? বুদ্ধিমান রসুল জবাব দিয়েছিলেন সত্য এবং মিথ্যার দূরত্ব হচ্ছে চোখ থেকে কানের যতটুকু দূরত্ব ঠিক ততটুকু। বাবা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন বুঝলে কি ভাবে? রসুল জানিয়েছিলেন আমরা চোখে যা দেখি তা সত্য আর কানে যা শুনি তা মিথ্যা। তেমনি কানে শুনা, অনুমান নির্ভরতা এবং অপরাপর সংগঠন গুলির সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি (বাপসার) সার্বিক কার্যক্রম ১৯৮৩ইং হইতে ১৯৯০ইং পর্যন্ত পরিচালিত হয়ে আসছিল। ১৯৯০ ইং সালের আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখে বাপসা নির্বাহী কমিটির সভায় একজন নবীন সদস্য হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারীদের ভাগ্য উন্নয়নের একমাত্র সংগঠন বাপসার সংবিধান প্রনয়ন করার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করি। বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটির বিজ্ঞ এবং সম্মানিত সদস্যবৃন্দ জনাব, আওয়াল ভূঞা কে আহবায়ক করে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান রচনা উপ-কমিটি গঠন করেন এবং আমার মত একজন নবীন সদস্যকে সংবিধান রচনা উপ-কমিটির সদস্য নির্বাচন ও খসড়া সংবিধান প্রনয়ন করার জন্য অনুমোদন দেওয়ায় আমি ঐ সভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেই সময়ে শত প্রতিকুলতা প্রতিবন্ধকতা এবং নানা মতের বিভিন্ন জেলার ০৭ জন লোক মাত্র ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে আমরা সম্পূর্ন ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাপসার খসড়া সংবিধান উপহার দিয়েছিলাম। আমরা আমাদের মেধা, শ্রম এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে কোন কোন ৩টা/৪টা পর্যন্ত রাত্র জেগে খসড়া সংবিধান তৈরী করেছিলাম। আজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করনের তথা পরবর্তীর সংশোধনীগুলির সংযোজনের প্রাক্কালে খসড়া সংবিধান রচনা উপকমিটির সম্মানিত সদস্যদের শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরন করছি।

আজকার এই শুভক্ষনে খসড়া সংবিধান রচনার কালের একটি কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। সংবিধান রচনার প্রথম দিনেই বাধল কয়েকটি বিপত্তি কে কোন প্রশ্নের উপস্থাপন করা মাত্র ভেটো পড়া শুরু হল। এভাবে সন্ধ্যা ৭ টা থেকে রাত্র ১২টা পর্যন্ত আমরা কোন অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্তেই পৌছুতে পারলাম না। এরপর শ্রী রসিক লাল দাস, ফেনী বললেন যে, যে কোন অনুচ্ছেদ সম্পর্কে কমিটির সদস্যগন তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করার পর যদি তা সর্ব সম্মতভাবে অনুমোদন না হয় তবে বেশীর ভাগ সদস্য যে সিদ্ধান্তের সাথে একমত থাকবেন সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। পরবর্তী ৬ দিন আমরা এই ভাবেই পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলাম। খসড়া সংবিধানের কপি বাপসার তৎকালীন সভাপতি গোলাম রসূল সাহেবের হাতে তুলে দিই ৩১-১২-১৯৯০ইং ১০ ঘটিকায়। ঐ দিনেই ২ ঘটিকায় বাপসা কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় খসড়া সংবিধানের সামান্য পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করে অনুমোদিত হয় আমার স্পষ্ট মনে আছে ঐ দিন কোন বক্তাই আমাদের ধন্যবাদ জানানো মত সামান্য সৌজন্য বোধটুকু দেখান নাই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি কেউ স্বীকৃতির প্রত্যাশার কোন মহৎ কাজ করে না, কিন্তু স্বীকৃতি মহৎ কাজের উৎসাহ বৃদ্ধি করে।

আমি অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে জানাতে বাধ্য হচ্ছি খসড়া সংবিধান রচনার উপ কমিটির আহবায়ক জনাব আঃ আওয়াল ভূঞা, সদস্য শ্রী রসিক লাল দত্ত, মৌলি, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান-ঝিনাইদহ ইতিপূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্না .... রাজেউন)। আমি তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। ইউ.পি সচিবদের ভাগ্য উন্নয়নে তাদের অবদানের জন্য যুগ যুগ আমাদের মাঝে চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন। কমিটির সদস্যদের গুনকীর্তন করে তার কৃতিত্বকে খাটো করা ঠিক হবে না। সর্বজন শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় জ্ঞানতাপস ক্ষণজন্মা উল্লেখিত বিপ্লবী সংগঠকদের জন্য আমাদের যুগ যুগ অপেক্ষা করতে হবে।

. বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এ বিশাল সংগঠনকে আরো গতিশীল সুশৃঙ্খল ও সৃজনশীল সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলা ও সংগঠনের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ০৩-১২-১৯৯৩ইং এক ১১-০৬-১৯৬৪ইং এবং ২৩-১২-২০০৬ইং তারিখের ৩টি কাউন্সিল অধিবেশনে কয়েকটি সংশোধনী সংযোজন করা হয়েছে। সর্ব শেষ সংশোধনীসহ "গঠনতন্ত্র" প্রকাশের প্রাক্কালে আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ইউ.পি সেক্রেটারীদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত তিনটি সংশোধনী ও আমার মাধ্যমে হয়েছে এবং সংবিধানের প্রথম প্রকাশনায় সম্পাদনার মত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকাশনার সম্পাদনার দায়িত্ব ও আমাকে প্রদান করা হয়েছে এজন্য আমি গর্বিত, কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত।

সংবিধানের তৃতীয় ও সর্বশেষ সংশোধনী সহ প্রকাশের এ শুভক্ষণে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য আহবায়ক কমিটির সাধারণ সম্পাদক আ: কুদ্দুছ খন্দকার বাপসার সাবেক সভাপতি জনাব গোলাম রসুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কমরউদ্দিন মোল্লা, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াহাদে আলী, আহবায়ক কমিটির কোষাধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম, আহবায়ক কমিটির সাবেক দপ্তর সম্পাদক শ্রী বিপ্লব সেনগুপ্ত আহবায়ক কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদুর রহমান, টাঙ্গাইল এবং বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি (বাপসা)'র সাধারণ সম্পাদকে দেলওয়ার হোসেন, নির্বাহী সভাপতি ও সভাপতি মন্ডলীর ১নং সদস্য জনাব এস. এম. ছুরত আলম, কক্সবাজার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব আসাদুজ্জামান, কিশোরগঞ্জ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলতাফ হোসেন, নরসিংদী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান, ঝিনাইদহ, জনাব মহিদুল হক, কুমিল্লাদের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

পরিশেষে এই সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদ সংগঠনের সকল সদস্যদের অন্তরে লালন এবং প্রতিপালনের মাধ্যমে চির বঞ্চিত ইউ.পি সচিবদের জীবন জীবিকা সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করার বিনীত অনুরোধ করছি এবং আহবান করছি আসুন ইউ.পি সেক্রেটারীদের এই ক্রান্তিকালে আমরা হিমাচল সম ঐক্য গড়ে তুলে এর কার্যে নিজেদের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করি। খোদাহাফেজ।

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি
(বাপসা) দীর্ঘজীবী হোক।

০৭/০৮/২০১০

(এইচ, এম, রেজাউল করিম (তুহিন)
সভাপতি
বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি (বাপসা)

মুখবন্ধ

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের গ্রামীন পর্যায়ের সর্বনিম্ন সরকারী বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। জাতীয় সরকারের সর্ব বিভাগের এবং সর্বস্তরের আইন-কানুন, আদেশ-নির্দেশ, সুখ-দুঃখের কথা তথা বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের দরিদ্র চাষী, কামার, কুমার, তাতী জেলেদের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া ও সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ জড়িত থাকিয়া তাহার বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত এই ইউনিয়ন পরিষদ।

সেই ইউনিয়ন পরিষদের একমাত্র নিয়মিত কর্মচারী ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের এক অজানা দুঃখের কথার কিছু প্রতিফলন ঘটাইয়া পরম করুনাময় রাব্বুল আলামীনের মহান ইচ্ছায় গঠনতন্ত্র প্রণয়নের প্রাক্কালে তাহারই উদ্দেশ্য জানাই লাখ শুকুরিয়া।

সূচনা

পরম করুণাময় মহান সৃষ্টিকর্তার নামে আরম্ভ করিতেছি। সকল প্রকার আচার আচরণ ও কর্মকান্ডে সকল শক্তির উৎস মহান রাব্বুল আলামীনের উপর অকৃত্রিম বিশ্বাস ও পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন পূর্বক অত্র 'গঠনতন্ত্র' প্রণয়নের কাজ হাত দেওয়া হইল।

ধারা- ১ ঃ পরিচিতি

(ক) এই সংগঠন "বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি" নামে পরিচিত হইবে। যাহার ইংরেজীতে Bangladesh Union Parishad Secretary Samitee সংক্ষেপে Bangladesh এর B, Union এর U, Parishad এর P, Secretary এর SA এর সমন্বয়ে BUPSSA নামে ইংরেজীতে এবং বাংলায় "বাপসা" নামে পরিচিত হইবে।

(খ) এই সংগঠণ একটি অরাজনৈতিক, শ্রেণী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, অলাভজনক, কল্যাণ মূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

(গ) এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় রাজধানী শহর ঢাকায় অবস্থিত থাকিবে। জেলা সংগঠণ ও উপজেলা সংগঠনের অফিস যথাক্রমে জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থিত থাকিবে।

ধারা- ২ ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই সংগঠনের লক্ষ্য হইতেছে-

(ক) বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের মধ্যে বৃহত্তর সমঝোতা ও সম্প্রীতি গড়িয়া তোলা।

(খ) বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে এই সংগঠণকে আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদানের একটি ফোরাম হিসাবে গ্রহণ করা।

এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হইতেছে-

বাংলাদেশে বর্তমানে কম বেশী সাড়ে চারি হাজার ইউনিয়ন পরিষদ রহিয়াছে। প্রতি ইউনিয়নে একজন করিয়া সচিব সার্বক্ষনিকের জন্য সরকারী নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া কর্মে নিয়োজিত আছেন।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারীগণ সরকারী বেতন স্কেলের অন্তর্ভূক্ত একমাত্র কর্মচারী। ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের একমাত্র উৎস ইউনিয়ন পরিষদের ভৌগলিক সীমায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের উপর আরোপিত ট্যাক্স, রেট, ফি ইত্যাদি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং তৎপরবর্তী কিছু সময়ে ইউনিয়ন প্রশাসনের জন্য প্রতিনিধিত্ব শূন্যতার কারণে ট্যাক্স ধার্য্যের কাজও বিলম্বিত হইয়া পড়ে। ফলে সমগ্র বাংলাদেশের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদের অনুন্য সাড়ে চার হাজার সচিবদের বেতন বাকী পড়িয়া থাকে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে অপরাপর জনগোষ্ঠীর সাথে এই সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারীদের ও দুঃখ দুর্দশা চরমে পৌছে।

তখনই প্রকটভাবে ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার কারণ দেখা দেয় এবং তাহারই ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারী সমিতি। এই সমিতির ডাকে সারা বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর ইউ.পি কর্মচারীবৃন্দ সংঘবদ্ধ হইয়া বাঁচার দাবীতে সোচ্চার হয়।

সরকারের কিছুটা টনক নড়ে এবং সরকারী তহবিল হইতে কিছু কিছু অনুদান ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারীদের বেতন খাতে ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে জমা হইতে থাকে।

কিন্তু বার্ষিক প্রাপ্য বেতনের তুলনায় ইহা একেবারেই নগণ্য।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত সচিবদের শিক্ষাগত সর্বনিম্ন যোগ্যতা ধরা হয় স্নাতক পাশ। সেই স্থলে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ সচিব পদে নিয়োজিত রহিয়াছেন বহু স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রীধারী।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের সহিত বলিতে হয় এই সমস্ত সচিবদের নাই কোন পেনশন ব্যবস্থা, অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় চাকুরী শেষে নাই অন্যান্য সুবিধাদি ফলে ২৫/২৬ বৎসর চাকুরী শেষ করার পর জীবন সায়াহ্নে তাহাদেরকে প্রায় সম্পূর্ণ খালি হাতেই বাড়ী যাইতে হয়। জ্বরা-ব্যাধি সম্বল করিয়া শেষ জীবনে তাহারা অভুক্ত থাকিয়াই মৃত্যুর হিম-শীতল বায়ুকে আলিঙ্গণ করিয়া থাকে।

আরও দেখা যায় যে, রীতিমত ট্যাক্স অনাদায় থাকার কারণে কোন কোন সচিব ২০/২২ মাসের বেতন বাকী রাখিয়াই চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, যে বেতন আর কোনদিন তিনি কিংবা তাহার পরিবার পরিজন পান না।

চাকুরী কাঠামো এবং কাজের সীমা পরিধি ও কাজের ব্যাপকতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তা করিলে দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের চাকুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৃতীয় শ্রেণীর চাকুরীজিবীদের সমকক্ষ ও পর্যায়ের এবং জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রদত্ত জাতীয় বেতন স্কেলভূক্ত।

এই বাস্তব উপলব্ধি থেকেই ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের দাবী দাওয়ার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ণ করা হয় এবং সচিবদের দাবী দাওয়া আদায়ের নিমিত্ত গঠিত হয় বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি বাপসা "BUPSSA"।

বাপসা নীতিগতভাবে অপরাপর ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারীদের দাবী সম্পর্কেও সচেতন তাই বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি (বাপসা) ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও অধঃস্তন কর্মচারীদের জীবন মান উন্নয়নের দাবীতে যুগপৎভাবে সোচ্চার।

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি BUPSSA নিম্ন লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রাখিয়া নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করিয়া যাইবে।

(ক) বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার্থে বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তণ সাধন কল্পে সভা, সমিতি, পত্রিকায় বিবৃতি ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকলের গোচরে আনা এবং আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(খ) ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

গ) দেশের রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্র সংবিধানের প্রতি অনুগত ও আস্থাশীল থাকিয়া সচিবদের স্বীয় কর্ম দক্ষতার মান উন্নয়ন, দেশ ও জাতীর প্রতি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা মূলক স্পৃহা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

ঘ) জেলা, উপজেলা সমিতিগুলিকে সঠিকভাবে সংগঠিত করা ও রাখা এবং অবস্থার তাগিদে গঠিত সাময়িক কমিটিগুলিকে সঠিকভাবে সংগঠিত করা ও রাখা এবং অবস্থার তাগিদে গঠিত সাময়িক কমিটিগুলিকে কর্তব্য পালনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা।

ঙ) সংগঠনের কারণে যদি কোন সদস্য অসুবিধায় পরেন বা বিপদের সম্মুখীন হন তবে তাহাকে সর্বতোভাবে সর্ব প্রকারের সহযোগিতা দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করা এবং রক্ষা ও তাহার স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

চ) ইউনিয়ন পরিষদ সচিব স্বার্থে দেশের অপরাপর আইনানুগ সংস্থা সমিতি ও ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা ও সহায়ক আইনানুগ পরামর্শ গ্রহণ করা।

ছ) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলি যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা।

জ) নির্মল চিত্ত বিনোদনের জন্য সামাজিক সাংস্কৃতিক উৎসাহমূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা করা।

ঝ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা কোন আপদকালীন সময়ে সেবামূলক কার্য পরিচালনা করা।

ঞ) সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজে অংশ গ্রহণ করা।

ধারা- ৩ ঃ "সদস্য ও সদস্যপদ"

বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের জন্য এই সংগঠনের সাধারণ সদস্য পদ উন্মুক্ত াকিবে।

ংগঠনের সদস্য পদের নিয়মাবলীঃ

(ক) এই সমিতি 'গঠণতন্ত্রের' যাবতীয় ধারা-উপধারা ইত্যাদি সকল সদস্যদের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(খ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত পালনে সকল সদস্যকে বাধ্য থাকিতে হইবে।

(গ) সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রণীত সদস্যভূক্তির ফরমে সমিতির নিয়মাবলীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি (বাপসা) এর সদস্য পদ গ্রহণ করিতে হইবে।

ংগঠনের সদস্য পদ বাতিল প্রসঙ্গে ঃ

(ক) 'গঠনতন্ত্র' বহির্ভূত কোন কাজ করা প্রকাশ পাইলে।

(খ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আরোপিত কোন জরুরী বা বিশেষ চাঁদা যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে।

(গ) সংগঠনের ভিতরে বা বাহিরে সংগঠন সম্পর্কিত কোন বিরুপ আচার আচরণ করিলে বা করা প্রকাশ পাইলে।

(ঘ) উল্লেখিত কারণে অথবা কোন গুরুতর অপরাধজনিত কারণে কোন সদস্যদের সদস্য পদ বাতিলের প্রশ্ন দেখা দিলে, বিষয়টি নির্বাহী পরিষদের সভায় আলোচিত হইবে। এবং উক্ত অভিযুক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য

নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে নির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় উক্ত সদস্যকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে এবং কাউন্সিল সভায় চূড়ান্ত বরখাস্তের জন্য প্রস্তাব আনয়ন করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে কাউন্সিলারদের মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা- ৪ ঃ "কাঠামো"

এই সংগঠনের ২ (দুই)টি পরিষদ থাকিবে। যথা-

১. কেন্দ্রীয় কাউন্সিল।
২. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ
৩. সভাপতি মন্ডলী।

১। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ঃ

(ক) প্রতি প্রশাসনিক উপজেলা হইতে সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক অথবা মনোনীত প্রতিনিধি "কাউন্সিলার" হইবেন। তবে যে উপজেলায় দশের অধিক ইউনিয়ন পরিষদ আছে সেই ক্ষেত্রে ২ জন কেন্দ্রীয় "কাউন্সিলার" হইবেন। সভাপতি সম্পাদককে অথবা উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত মতে এক জনকেও কাউন্সিলর নির্বাচন করা যাইতে পারে।

(খ) জেলা কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলার বলিয়া গণ্য হইবেন।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিলারদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

(ক) কাউন্সিলারগণ নিজ নিজ ভৌগলিক এলাকায় সংগঠনের স্বার্থে সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা ও সংগঠনের তহবিল সমৃদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত থাকিবেন।

(খ) কাউন্সিলার সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাহারা সচিবদের সমস্যাবলী বর্ণনা ও সমাধানের নিমিত্তে গ্রহণ যোগ্য প্রস্তাব উথাপন করিবেন এবং নির্বাচনী কাউন্সিল সভায় উপস্থিত থাকিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠণ করিবেন।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ঃ

অত্র সংগঠনের চার পর্যায়ের নির্বাহী পরিষদ থাকিবে। যথা (ক) উপজেলা নির্বাহী পরিষদ (খ) জেলা নির্বাহী পরিষদ (গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ। (ঘ) সভাপতি মন্ডিলী উল্লেখ্য যে, কোন অঞ্চল বিশেষে যদি সমিতির সাংগঠনিক তৎপরতার অভাব পরিলক্ষিত হয় তবে ঐ অঞ্চলের সাংগঠনিক তৎপরতার স্বার্থে অবশ্যই বিভাগীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং উহাতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে সংগঠনের কার্যক্রম জোরদার করিবেন।

(ক) উপজেলা নির্বাহী পরিষদ গঠণ পদ্ধতি ঃ

উপজেলার প্রত্যেক সেক্রেটারী একত্রিত হইয়া উপজেলার নির্বাহী পরিষদ গঠণ করিবে। যে সমস্ত উপজেলায় পাঁচের অধিক ইউনিয়ন পরিষদ নাই ঐ সমস্ত উপজেলা কমিটিতে সভাপতি ১' জন, সাধারণ সম্পাদক ১ জন, কোষাধ্যক্ষ ১ জন।

সদস্য- অন্যান্যরা সদস্য থাকিবেন এবং যে সমস্ত উপজেলায় পাঁচের অধিক ইউনিয়ন পরিষদ আছে ঐ সমস্ত উপজেলার সভাপতি- ১ জন, সহ-সভাপতি- ১ জন, সাধারণ সম্পাদক- ১ জন, কোষাধ্যক্ষ- ১ জন এবং ঐ থানায় সাধারণ সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ থানায় ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা যাইতে পারে এবং অন্য সচিবগণ সদস্য থাকিবেন।

(খ) **জেলা নির্বাহী পরিষদ গঠণ ঃ**

জেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের প্রত্যক্ষ ভোটে জেলা নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে। জেলার যে কোন সচিব যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন। তবে সংশ্লিষ্ট জেলাধীন উপজেলা বাপসার সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকগণ কর্মকর্তা পদে নির্বাচিত না হইলেও পদাধিকার বলে জেলা বাপসার সদস্য থাকিবেন এবং যে সকল জেলায় ১০ বা ততোধিক প্রশাসনিক উপজেলা রহিয়াছে উক্ত জেলার সিনিয়র সহ-সভাপতি ১ জন যুগ্ম সম্পাদক, ১ জন সহ অনধিক ৩১ সদস্যের কমিটি গঠিত হইবে।

জেলা নির্বাহী পরিষদ গঠণ পদ্ধতি ঃ

সভাপতি	- ০১ জন
সহ-সভাপতি	- ০২ জন
সাধারণ সম্পাদক	- ০১ জন
সহ-সাধারণ সম্পাদক	- ০২ জন
কোষাধ্যক্ষ	- ০১ জন
দপ্তর সম্পাদক	- ০১ জন
প্রচার সম্পাদক	- ১ জন

সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন থাকিবে। তবে যে সমস্ত জেলায় অনধিক পাঁচটি উপজেলা আছে ঐ সমস্ত জেলায় সহ-সভাপতি এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক ১ জন করিয়া নেওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সচিবগণ জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য থাকিবেন। সেক্ষেত্রে সাকুল্যে জেলা নির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা অনধিক ৩১ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

(গ) **কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গঠণ পদ্ধতি ঃ** যে কোন কাউন্সিলার যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন। ৬৪টি জেলা থেকে ৬৪জন সদস্য বৃহত্তর ঢাকা জেলার ৬টি জেলা হইতে ৭ জন সদস্য এবং যে সকল জেলায় ১০০টির বেশী ইউনিয়ন পরিষদ আছে এ সকল জেলায় অতিরিক্ত ১টি করে সদস্য পদ সহ ১০৯ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হইবে। যে সকল জেলার সভাপতি এবং সম্পাদকীয় পদ থাকিবে না ঐ সকল জেলায় সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক অবশ্যই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য থাকিবেন।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার অন্তর্গত ৬টি জেলার জন্য সংরক্ষিত ৭টি পদ ঐ জেলাগুলির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে ৬টি জেলার ৬টি পদের অতিরিক্ত পদটি বন্টিত হইবে।

ইহা ছাড়া ১। চট্টগ্রাম, ২। কুমিল্লা, ৩। ময়মনসিংহ, ৪। টাঙ্গাইল, ৫। কিশোরগঞ্জ, ৬। দিনাজপুর, ৭। বগুড়া জেলার ১০০টির বেশী ইউনিয়ন পরিষদ আছে বিধায় উক্ত জেলাগুলিতে ১ জন করে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় কার্য্য নির্বাহী পরিষদ সদস্য নেওয়া হইবে।

কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্বাহী পরিষদ গঠণ কাঠামো নিম্নরূপ হইবে ঃ

(১) সভাপতি	০১ জন
(২) নির্বাহী সভাপতি	০২ জন
(৩) সভাপতি মন্ডলী	১৫ থেকে ২১ জন
(৪) মহা সচিব	০১ জন
(৫) সিনিয়র যুগ্ম মহা সচিব	০১ জন
(৬) যুগ্ম মহা সচিব	০৬ জন
(৭) অর্থ সম্পাদক	০১ জন
(৮) সহকারী অর্থ সম্পাদক	০১ জন
(৯) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক	০১ জন
(১০) বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক	০৬ জন
(১১) কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক	০১ জন
(১২) বিভাগীয় প্রচার সম্পাদক	০৬ জন
(১৩) দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
(১৪) সহ দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
(১৪) সমাজ কল্যাণ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সম্পাদক	০১ জন
(১৫) তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	০১ জন
(১৫) মহিলা সম্পাদিকা	০১ জন
(১৬) আইন বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন

জেলা বাপসার সভাপতি, সেক্রেটারীগণ উপরোক্ত পদের কোনটিতে নির্বাচিত না হলে পদাধিকার বলে নির্বাহী সদস্য থাকিবেন।

বাপসা কেন্দ্রীয় কার্য্য নির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা যদি তাহার জেলার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের পদ হারান তবে পদাধিকার বলে ঐ জেলার নির্বাচিত সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক "বাপসা" কেন্দ্রীয় কমিটির বাকী সময়ের জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইবে।

উল্লেখ্য যে জেলা হইতে মহিলা সম্পাদিকা নির্বাচিত হন না কেন ঐ জেলার কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য কোঠা অপরিবর্তিত থাকিবে।

ইহা ছাড়াও নব নির্বাচিত কমিটির প্রথম সভার সর্বোচ্চ ১০জন নির্বাহী সদস্য কোঅপট করিতে পারিবে এবং ৭ থেকে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে পারিবে তাহাদের মেয়াদ পরবর্তী কমিটির প্রথম সভা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং চলতি কমিটির সভাপতি ও সংগঠন সম্পাদক পরবর্তী কমিটির কোন পদে নির্বাচিত না হইলে ও পদাধিকার বলে পরবর্তী কমিটির সদস্য থাকিবেন।

মেয়াদ ঃ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ জেলা নির্বাহী পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলারগণের মেয়াদ গঠন কাল হইতে ৩ বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকিবে। তিন বৎসর কাল মেয়াদ উত্তীর্ণ

হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে নূতন নির্বাহী পরিষদ গঠনের প্রয়াস চালাইয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন শেষ করিতে হইবে এবং পুরাতন ও নুতন কমিটির মধ্যে তহবিল সহ অপরাপর দায় দায়িত্ব বুঝইয়া দিতে ও নিতে হইবে।

যদি কোন কারণ অথবা বিশেষ পরিস্থিতিতে উক্ত ৩ বৎসর উত্তীর্ণ পর নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হয় তবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ১৮০ দিন সময় নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে। এখানে উল্লেখ্য উক্ত বিষয় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনের অনুমোদন নিতে হইবে। অথবা কোন কারণে যদি ১৮০ দিনের বেশী নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা হইলেও নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী কাউন্সিলের অনুমোদন নিতে হইবে।

ধারা ঃ ৫ নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

(ক) নির্বাহী পরিষদ সংগঠনের যাবতীয় কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) নির্বাহী পরিষদ সংগঠনের আসবাবপত্র ও উপকরনাদি সহ বিষয় সম্পত্তির রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক রূপে কাজ করিবে।

(গ) নির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা সদস্য পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি অথবা সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী সভার পূর্বেই অনুন্য ১৫ দিন সময়ের ব্যবধান তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারিবেন। অনুপস্থিতি স্বপক্ষে তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ত পাওয়া না গেলে তাহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদ সংশ্লিষ্ট জেলা হইতে শূন্যপদ পূরণ করিবে।

র্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

সভাপতি ঃ

(ক) সভাপতি সংগঠনের সাংবিধানিক প্রধান হইবেন। তিনি সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) সংগঠনের কোন সভায় কোন বিষয়ে সদস্যগণ সমান সংখ্যক ভোটে বিভক্ত হইলে সভাপতি তাঁহার নিজস্ব ভোট প্রদান করিয়া ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারিবেন।

(গ) নির্বাহী পরিষদ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ২ মাস পূর্বে পরবর্তী নির্বাহী পরিষদ গঠণ করার সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পূরাতন নির্বাহী পরিষদ নতুন নির্বাহী পরিষদ গঠিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সকল প্রকার দায় দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে নুতন নির্বাহী পরিষদকে বুঝাইয়া দিবেন।

(ঘ) নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য চলতি কার্য্য নির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে হইতে নির্বাচন কমিশনার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।

(ঙ) সভাপতি তাহার কাজের জন্য কাউন্সিলারদের কাছে দায়ী থাকিবেন এবং কাউন্সিলারদের সংগঠন সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্নের উত্তর বা ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন। নির্বাহী সভাপতি সভাপতির অনুপস্থিতিতে নির্বাহী সভাপতি-১ ও তাহার অনুপস্থিতিতে নির্বাহী সভাপতি-২ সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন এবং সভাপতিকে সকল কাজে সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করিবেন। সভাপতি ও নির্বাহী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে সভাপতি নিয়োগ করিয়া ঐ দিনের সভার কাজ পরিচালনা করা যাইবে।

সভাপতি মন্ডলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

সভাপতি মন্ডলীর সদস্যগণ সংগঠনের স্থায়ী নীতি নির্ধারক হিসাবে বিবেচিত হইবেন। তাহারা ২৪ ঘন্টার নোটিশে একত্রিত হইয়া সংগঠনের যাবতীয় কার্য্যক্রমের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। তাহারা প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবেন। সভাপতি মন্ডলীর নির্দেশনা কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

সভাপতি মন্ডলীর সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রমিক অনুযায়ী সভাপতি মন্ডলীর সদস্যগণ সভাপতিত্ব করিবেন। সংগঠনের মহা সচিব পদাধিকার বলে সভাপতি মন্ডলীর সদস্য থাকিবেন।

সাধারণ সম্পাদক ঃ

(ক) সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের প্রধান কার্যনির্বাহী হইবেন। তিনি সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতিগণের পরামর্শক্রমে সমুদয় কার্য পরিচালনা করিবেন।

(খ) তিনি সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে কাউন্সিল সভা ও নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন। সভায় কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা এবং তা নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে প্রচার করার ব্যবস্থা করিবেন।

(গ) ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের সামগ্রিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সরকারী বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের অধীনস্ত কমিটি সমূহের সাথে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং কোন সমস্যা দেখা দিলে তিনি সভাপতি ও সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতিদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

(ঘ) তিনি সংগঠনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ সংরক্ষণ করিবেন এবং তাহা সংগঠনের পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(ঙ) তিনি সংগঠনের বার্ষিক, দ্বি-বার্ষিক ও ত্রিবার্ষিক প্রতিবেদন এবং বাজেট প্রণয়ন করিবেন এবং তা আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য নির্বাহী সভায় পেশ করিবেন।

(চ) তিনি সংগঠনের জন্য আসবাবপত্র ও অন্যান্য উপকরানাদি ক্রয়ের প্রস্তাব সভায় পেশ করিবেন এবং অনুমোদন পাইলে নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে ক্রয় করিবেন এবং তা সংরক্ষণ করিবেন।

(ছ) তিনি সংগঠনের কাউন্সিলারদের তালিকা সংরক্ষণ করিবেন।

(জ) সাধারণ সম্পাদক তাহার কাজের সুবিধার্থে কিছু কিছু কাজ লিখিতভাবে যুগ্ম সম্পাদক ও সহ-সাধারণ সম্পাদকদের প্রদান করিতে পারিবেন এবং সহ সম্পাদকের সহযোগিতায় তিনি সংগঠনের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করিবেন।

যুগ্ম সম্পাদক ও সহ-সধারণ সম্পাদক ঃ

(ক) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে কিংবা বিশেষ কোন কারণে তার দায়িত্ব পালনে অপারগতার সময়ে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সহ-সম্পাদকদের মধ্যে হইতে একজন জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদককে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিবেন।

কোষাধ্যক্ষ ঃ

(ক) বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি বাপসার যাবতীয় আর্থিক তহবিল সংগ্রহ ও সুষ্ঠ সংরক্ষণ ও হিসাব নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন কোষাধ্যক্ষ থাকিবেন। কোষাধ্যক্ষ একজন সৎ, মিতব্যয়ী ব্যক্তি হইবেন। তিনি টাকা পয়সার সমস্ত হিসাব নিকাশ সুন্দরভাবে রাখিবেন।

(খ) তিনি সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব সমিতির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন। তিনি যাবতীয় ভাউচারাদি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং অনুমোদনের পর তাহা সাধারণ সম্পাদককে বুঝাইয়া দিবেন। তিনি এককালীন তাঁহার হাতে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকার অধিক রাখিতে পারিবেন না। অতিরিক্ত টাকা যথারীতি পে-ইন শ্লিপের মাধ্যমে ব্যাংকে রাখিবেন এবং উহা ব্যাংকের পাশ বুকে এন্ট্রি করাইয়া নিবেন।

(গ) সমিতির ব্যাংকে টাকা জমা রাখা ও উত্তোলনের জন্য যে কোন সরকারী অনুমোদিত ব্যাংকে "বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী সমিতি" BUPSSA এর সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের নামে একটি যৌথ হিসাব খুলিয়া উহাতে সমিতির টাকা পয়সা জমা রাখিতে হইবে।

(ঘ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের মধ্যে এবং কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলকসহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যে কোন একজনের স্বাক্ষরে টাকা উঠানো যাইবে।

(ঙ) উত্তোলিত টাকা সমিতির কি কাজে খরচ হইবে বা খরচ হইয়াছে তাহা সমিতির কার্য্য নির্বাহী পরিষদের সভায় যথাযথ কারণ ও ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করিতে হইবে এবং তাহা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(চ) সমিতির ব্যাংক হিসাব সম্পর্কিত কাগজপত্র কোষাধ্যক্ষ সাহেব নিজে তাহার জিম্মায় রাখিবেন এবং প্রয়োজনে তাহা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে প্রদর্শন করিবেন। সমিতির অধিকাংশ সদস্যদের লিখিত তলব মতে তিনি তাহার কাছে রক্ষিত সমিতির যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ সভাপতির মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(ছ) তিনি কার্য্য নির্বাহী পরিষদের প্রত্যেক সভায় অবশ্যই হাজির থাকিবেন।

(জ) কোষাধ্যক্ষের তহবিল অপব্যবহার সম্পর্কিত কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে তাহা সভায় আলোচিত হইবে এবং তাহার নিজস্ব কারণে তহবিল অপব্যবহার প্রমাণিত হইলে তাহার বিরুদ্ধে সমিতি সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

(ক) সাংগঠনিক সম্পাদক সংগঠনের সাংগঠনিক কর্মকান্ড সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিবেন এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের পরামর্শমতে বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক তৎপরতা চালাইয়া যাইবেন এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকগণ তাহাকে সহযোগিতা করিবেন।

প্রচার সম্পাদক ঃ

(ক) প্রচার সম্পাদক সংগঠনের নির্বাহী পরিষদের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত সমূহ প্রচারের দায়িত্বে থাকিবেন এবং সহ-প্রচার সম্পাদকগণ তাহাকে সহযোগিতা করিবেন।

দপ্তর সম্পাদক ঃ

(ক) দপ্তর সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক এবং সহ-সাধারণ সম্পাদকদের সাথে আলোচনাক্রমে সংগঠনের যাবতীয় কাজকর্মে সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং দাপ্তরিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন এবং দপ্তর সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ-দপ্তর সম্পাদক দপ্তর সম্পাদকের অনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

সমাজকল্যাণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সম্পাদক ঃ

(ক) তিনি সংগঠনের সাংস্কৃতিক ও সমাজ সেবা মূলক যাবতীয় কার্য পরিচালনা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সংগঠনের কার্যালয়ে বই, পুস্তক, সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করিবেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি কোন অঞ্চলে সচিবগণ ক্ষতিগ্রস্থ হন তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাহী পরিষদের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন করিবেন এবং ত্রাণ কার্যের সমন্বয় সাধন করিবেন।

তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ

(ক) তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক সংগঠনের যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবেন এবং যাবতীয় বই পুস্তক, সাময়িকী ও পত্র পত্রিকার প্রকাশ করিবেন।

মহিলা সম্পাদিকা ঃ

(ক) মহিলা সম্পাদিকা সংগঠনের সকল মহিলা সচিবদের সুবিধা অসুবিধার কথা নির্বাহী পরিষদকে অবগত করিবেন এবং সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করিবেন।

নির্বাহী সদস্য ঃ

(ক) নির্বাহী সদস্যগণ কার্য্য নির্বাহী পরিষদের সভায় অংশ গ্রহণ করিবেন এবং যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত পেশ করিবেন। নির্বাহী পরিষদের সকল কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবেন এবং নিজ নিজ এলাকার সচিবদের সুবিধা অসুবিধার কথা নির্বাহী পরিষদকে অবহিত করিবেন ও নিজ নিজ জেলার সাংগঠনিক কর্মকান্ড চালাইয়া যাইবেন।

কো অপট সদস্য ঃ

(ক) কো অপট সদস্যগণ নির্বাহী সদস্যদের মর্যাদা পাইবেন এবং অনুরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

(ক) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বৃন্দ নির্বাহী পরিষদকে বিশেষ প্রয়োজন উপদেশ এবং পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন। তাহারা নিরপেক্ষতার প্রতীক হিসাবে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক দেয় যাবতীয় দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

ধারা- ৬ ঃ সভা অনুষ্ঠানের পদ্ধতি

১. **কাউন্সিল পরিষদ ঃ**

(ক) বৎসরে অন্ততঃ একবার কাউন্সিল সভা আহ্বান করিয়া বিগত দিনের কার্যাবলী ও আগামী দিনের সমস্যাবলি কাউন্সিলরদের অবহিত করিবেন এবং তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

(খ) বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে বছরের যে কোন সময় কাউন্সিল সভা আহ্বান করা যাইবে।

(গ) সাধারণ সভার ক্ষেত্রে অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে এবং বিশেষ সভার ক্ষেত্রে ১৫ দিন পূর্বে নোটিশ দ্বারা প্রত্যেক কাউন্সিলরদেরকে জানাইতে হইবে।

(ঘ) সাধারণ সভায় মোট সদস্যের শতকরা ৫১% ভাগ এবং বিশেষ সভায় তিন ভাগের একভাগ উপস্থিত থাকিলেই কোরাম হইবে এবং উল্লেখিত সভার যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে শতকরা তিন ভাগের দুই অংশের সদস্যের সম্মতি থাকিতে হইবে।

(ঙ) কোন নির্দিষ্ট তারিখে সভা কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে সাধারণ সভা ২১ দিনের নোটিশে ডাকা যাইবে এবং সর্বক্ষেত্রে সাধারণ সভার তিন ভাগের এক অংশ এবং বিশেষ সভায় চার ভাগের এক অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

২. **কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ঃ**

(ক) প্রতি দুই মাসের একবার নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করিতে হইবে এবং সেখানে বিগত দিনের কার্যাবলী ও আয়-ব্যয়ের হিসাবাদি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হইবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(খ) সভাপতি জরুরী কারণে নির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন অথবা সাধারণ সম্পাদককে এই ব্যাপারে পরামর্শ দিয়া সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করিবেন।

(গ) নির্বাহী পরিষদের সাধারণ ও জরুরী সভার নোটিশ যথাক্রমে ১৭ দিনের ও ১০ দিনের মধ্যে সদস্যদের জানাইতে হইবে।

(ঘ) উভয় প্রকার সভায় মোট সদস্যের সংখ্যাধিক্য থাকিলেই সভার কোরাম হইবে।

(ঙ) কোন কারণে কোন সভা মুলতবী ঘোষণা করা হইলে মূলতবী ঘোষণার সাথে সাথে সভা অনুষ্ঠানের পরবর্তী তারিখ ও সময় ঘোষণা করিতে হইবে এবং উপস্থিত নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নোটিশ বহিতে স্বাক্ষর করাইয়া নিতে হইবে।

৩. **তলবী সভা ঃ**

(ক) সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান না করিলে সংখ্যাধিক্য কার্যকরী সদস্যদের স্বাক্ষরিত নোটিশ নিয়ম মোতাবেক তলবী সভা আহ্বান করা যাইবে।

ধারা- ৭ ঃ নির্বাচন পদ্ধতি

নির্বাচন নিয়মাবলী ঃ

(ক) নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করিবেন এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন কাজ সম্পূর্ণ করিবেন ও নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করিবেন। এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন পরিচালনার ব্যয় ভার বহন করিবেন।

(খ) প্রত্যেক কাউন্সিলারের ৩৫টি ভোটাধিকার থাকিবে।

(গ) নির্বাচনে ভোটার কিংবা প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নির্বাচনের মাস পর্যন্ত মাসিক চাঁদা এবং সংগঠনের অন্যান্য চাদা অথবা পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় কোন সদস্য ভোটার হিসাবে গণ্য হইবেন না।

(ঘ) কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনে প্রতি উপজেলা হইতে ঐ উপজেলায় মনোনীত প্রতিনিধি ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(ঙ) নির্বাচন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার গোপন ব্যালট পেপার প্রথায় অনুষ্ঠিত হইবে।

(চ) কোন প্রার্থী একাধিক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

(ছ) নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে প্রার্থী তাহার নাম ঠিকানা ও পদের নাম উল্লেখ পূর্বক নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে নির্বাচন কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। নির্বাচনী কমিটি বাছাই, প্রত্যাহার এবং বৈধ চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

(জ) সুনির্দিষ্ট কারণে কোন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র বাতল করার ক্ষমতা নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের থাকিবে।

(ঝ) নির্বাচনী কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে তাহার জন্য নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা- ৮ ঃ তহবিল

তহবিল গঠণ ঃ

(ক) সাধারণ সদস্যদের ভর্তি ফি, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্ধারিত ফরমে বাংলাদেশের প্রত্যেক ইউ.পি সচিবদের নিকট হইতে ২০/- টাকা চাঁদা গ্রহণ করিয়া সাধারণ সদস্যভূক্ত করিতে হইবে। এই সাধারণ সদস্য ভুক্তির চাঁদা সরাসরি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি পাইবে।

(খ) **সাধারণ সদস্যদের মাসিক চাঁদাঃ** প্রত্যেক ইউ.পি সচিবদের মাসিক ২০/- টাকা হারে চাঁদা দিতে হইবে। উক্ত চাঁদার ৬/- টাকা উপজেলা, ৬/- টাকা জেলা এবং ৮/- টাকা কেন্দ্রীয় কমিটি পাইবেন। এতদ্ব্যতীত উপজেলা এবং জেলা কমিটির পরিচালনার তাগিদে প্রয়োজনানুযায়ী অতিরিক্ত চাঁদা ধার্য্য করিতে পারিবে তবে তাহার সুষ্ঠ হিসাব নিকাশ সংশ্লিষ্ট কমিটি অবশ্যই নিয়ম মোতাবেক রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

(গ) **নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত বিশেষ চাঁদা ঃ** কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের প্রয়োজনের তাগিদে যদি বড় রকমের কোন টাকার প্রয়োজন হয় তাহা জেলা কমিটির সদস্য সংখ্যা হিসাবে ধার্য্য করা হইবে এবং তাহা কেন্দ্রীয় কমিটির তহবিলে অবশ্যই দিতে হইবে। অধিকন্তু জেলা কমিটি কেন্দ্রীয় সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাতায়াতের

ব্যাপারে যে টাকার প্রয়োজন হইবে সেই টাকা জেলা কমিটির অতিরিক্ত হিসাবে হারাহারিভাবে ধার্য্য করিয়া আদায় করিতে পারিবেন। তহবিল সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ চাঁদা আদায়ের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখিবে।

(ঘ) <u>সাধারণ সদস্যদের এককালীন চাঁদা</u> **:** সমিতির সাধারণ সদস্য ও বাংলাদেশের প্রতি অনুগত্যশীল ব্যক্তি বিশেষদের এককালীন চাঁদা, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিশেষ সাহায্য।

(ঙ) **<u>আজীবন সদস্য</u>**ঃ বাংলাদেশের যে কোন বরেন্য নাগরিক ও ইউ.পি সচিব এককালীন ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা চাঁদা দিয়া বাপসার আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন। উল্লেখ্য আজীবন সদস্যদের কাউন্সিলার হিসাবে ভোটাধিকার থাকিবে।

<u>ধারা- ৯ ঃ তহবিল সংরক্ষণ</u>

(ক) সংগঠনের সংগৃহীত তহবিল সংগঠনের নামে যে কোন রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক শাখায় সঞ্চয়ী একাউন্টে জমা রাখিতে হইবে। এবং সাধারণ সম্পাদক তহবিল সংগ্রহের পূর্ণ দায়িত্বে থাকিবেন।

(খ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ এই তিনজনের যৌথ নামে একাউন্টখোলা হইবে এবং তিনজনের মধ্যে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলকসহ অন্য যে কোন একজনের যৌথ স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা যাইবে। তবে সভাপতি তাহার নিকট সংগঠনের খরচ নির্বাহের জন্য সর্বোচ্চ ৫,০০০/- টাকা এবং সাধারণ সম্পাদক সর্বোচ্চ ৩,০০০/- টাকা তাদের নিজ হাতে রাখিতে পারিবেন।

(গ) সংগঠনের প্রয়োজনে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক এককালীন সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ব্যাংক হিসাব হইতে উত্তোলন করিয়া সমিতির কাজে খরচ করিতে পারিবেন্ তবে তাহার খসড়া ভাউচারাদি পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জন্য অবশ্যই পেশ করিতে হইবে। ইহার বেশী টাকা উত্তোলন করিতে হইলে নির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা আহ্বান করিয়া ব্যয়ের যথাযথ কারণ প্রদর্শনক্রমে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হইবে।

(ঘ) ব্যাংক হিসাবের লেনদেনের পাশবহি সব সময় আপটু ডেট রাখিতে হইবে। এবং উহা প্রত্যেক কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভায় প্রয়োজনে প্রদর্শন করিতে হইবে।

<u>ধারা- ১০ ঃ কল্যাণ তহবিল</u>

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কার্য্যরত ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের সহায়তার জন্য বাপসার একটি কল্যাণ তহবিল থাকিবে। এই কল্যাণ তহবিল হইতে চাকুরীতে অথবা চাকুরীর পরে তিন বৎসর সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যস্থ রোগ গ্রস্থ অবস্থায় চিকিৎসা বঞ্চিত অথবা চাকুরীচ্যুত অবস্থায় অর্থ সংকটে পতিত সচিবদের সাহায্য করা হইবে। তবে ইহা নির্ভর করিবে ঐ সচিবের আবেদন এবং আগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা অবশ্যই কেন্দ্রীয় কার্য্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের সাপেক্ষ হইতে হইবে। সমিতির চাঁদার প্রাপ্য অংশের ১০% ভাগ এবং প্রয়োজনে এক কালীন চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে এই তহবিল সৃষ্টি করিতে হইবে। উক্ত তহবিলে টাকা কেন্দ্রীয় কমিটির নামে এবং "কল্যাণ তহবিল" শিরোনামে ব্যাংকে গচ্ছিত থাকিবেন। কল্যাণ তহবিলের অর্থ অন্য কোন খাতে খরচ করা যাইবে না। অনুরুপভাবে প্রতিটি জেলার ও একটি করে তহবিল থাকবে। এবং উক্ত তহবিলের টাকার হিসাব সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিনজনের যৌথ নামে খোলা হইবে। তবে উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোষাধ্যক্ষের বাধ্যতামূলক স্বাক্ষর, সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের যে কোন একজনের স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা হইবে।

ধারা- ১১ ঃ হিসাব নিরীক্ষা

(ক) **কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ঃ**

বৎসরে একবার করিয়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বিগত হিসাব নিকাশ পরীক্ষা নিরীক্ষাক্রমে অডিট রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য নির্বাহী কমিটি তিন হইতে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি হিসাব নিরীক্ষণ কমিটি গঠণ পূর্বক নিরীক্ষণ প্রতিবেদন তৈয়ারী করিয়া তাহা নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে কাউন্সিল অধিবেশন পেশ করিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, ঐ হিসাব নিরীক্ষণ কমিটির মেয়াদ তাহাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

(খ) **জেলা নির্বাহী পরিষদ ঃ**

'ক' উপ ধারার হিসাব নিরীক্ষণ কমিটি প্রতিটি জেলায় হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।

(গ) **উপজেলা নির্বাহী পরিষদ ঃ**

জেলা নির্বাহী পরিষদের সভায় ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি হিসাব নিরীক্ষণ কমিটি গঠণ করিবেন। তাহারা উপজেলা নির্বাহী পরিষদের হিসাব পত্র নিরীক্ষণ করিবে।

ধারা- ১২ ঃ প্রতীক

বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারী BUPSSA এর একটি প্রতীক থাকিবে । জাতীয় ফুলের ডান পার্শ্বে দোয়াত কলম, বাম পার্শ্বে কুড়ে ঘর এবং চারদিকে BUPSSA লেখা সমন্বয়ে সংগঠনের একটি মনোগ্রাম থাকিবে। ইহাই সংগঠনের জাতীয় প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হইবে।

ধারা- ১৩ঃ সংবিধান সংশোধনী

এই সংবিধানের কোন অংশ বিশেষ যদি পরিবর্তণ, সংযোজন বা সংশোধনের প্রয়োজন দেখা কিংবা প্রশ্ন উথাপিত হয় তাহা হইলে উহা কাউন্সিল সভায় উথাপন করিতে হইবে এবং কাউন্সিল সভায় $^{২}/_{৩}$ সদস্যের মতামত থাকিরে উহা সংশোধন, পরিবর্তণ বা পরিবর্ধন করা যাইবে। এই সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত নাই কিন্তু অপারাপর সমমনা সংগঠনের সংবিধানে রহিয়াছে সংগঠনের প্রয়োজনে এই ধরনের আইনের প্রয়োজন হইলে সমমনা সংগঠন সমূহের বিধি বিধান নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদন করিয়া সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে তবে পরবর্তী কাউন্সিলে এই সংশোধিত বিধি বিধানের অনুমোদন নিতে হইবে।

ধারা- ১৪ ঃ উপসংহার

এই 'গঠনতন্ত্র' বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারীদের একটি পবিত্র আমানত। যথাবিহীত সম্মান পূর্বক এই সংবিধান সংরক্ষণ ও অনুসরণ করা প্রত্যেক সদস্যের নৈতিক দায়িত্ব। এই গঠনতন্ত্রের ৬টি কপি সাধারণ সম্পাদকের নিকট সংরক্ষিত থাকিবে এবং প্রতি জেলা কমিটির জন্য ২টি প্রতি উপজেলা কমিটির জন্য ১টি করিয়া সংবিধান কেন্দ্রীয় কমিটি বিনামূল্য সরবরাহ করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কপি সমূহ নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে নিতে হইবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মহোদয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের শাখা সমূহ ও বাংলাদেশ ইউ.পি. চেয়ারম্যান সমিতি এবং সদস্য সমিতির নিকট ইহার কপি যথাযথ সম্মান সহকারে পৌছাইয়া দিতে হইবে। বাংলাদেশের কোন স্বেচ্ছা সেবক প্রতিষ্ঠান এই গঠনতন্ত্র দিতে চাহিলে বিনামূল্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এক কপি সরবরাহ করিতে হইবে।

পরিশেষে করুনাময় মহান সৃষ্টি কর্তার নিকট যেই মহান উদ্দেশ্য এই গঠনতন্ত্র প্রণয়ণ করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া এই গঠনতন্ত্র সমাপ্তি ঘোষণা করা হইল।

সমাপ্ত